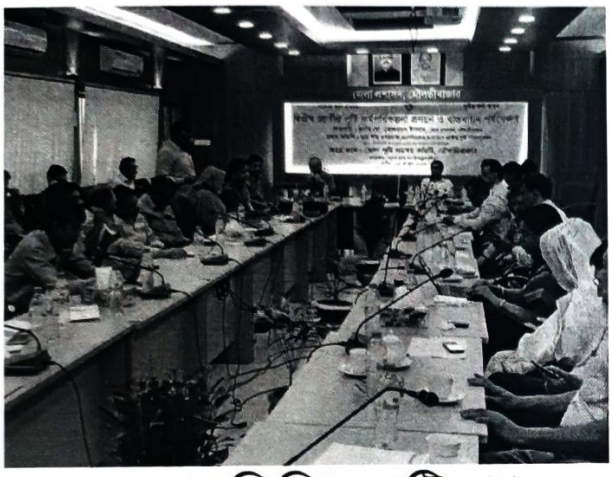

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

কারিগরি সহযোগিতায়

ভুমিকাঃ

বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরের সর্বনিম্ন অবকাঠামো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবা প্রদানকারী বিভাগ/ইউনিট সমূহের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য কর্মকান্ড সম্বলিত বুঝাবে। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় পুষ্টি উন্নয়নের প্রাধিকার নির্ণয়, বিভিন্ন বিভাগের চলমান কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করণের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলা উপজেলায় পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরুপ, নিরাপদ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ বান্দরবান জেলার প্রাধিকার বিষয়। একইভাবে, ভৌগলিক অবস্থান তথা সেইখানে বসবাসকারী জনগনের স্বতন্ত্রতা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় জলমগ্ন সুনামগঞ্জ এবং সাধারণ সুবিধা ও শিক্ষাবঞ্চিত চা বাগান শ্রমিকের আধিক্য সম্পন্ন মৌলভিবাজারের পুষ্টিবিষয়ক অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল অবশ্যই স্বতন্ত্র হবে।

এই পুষ্টি প্যাকেজ (পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পুষ্টি পরোক্ষ) প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে 'কাউকেই বাদ দিয়ে নয় (Leaving no one behind)' এবং স্বল্প ব্যয়ে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত বিভাগ ও সংস্থাসমুহের, যেমন – স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা, এনজিও, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন -এর সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনের সমন্বয়ে **'টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ'** গঠন করে। বহধাপে বিস্তারিত আলোচনার পর কোন্ কোন্ কর্মকান্ড এবং নির্দেশক/ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে সেই বিষয়ে একটি মতৈক্যে পৌঁছান যেখানে মোট ২০ টি নির্দেশকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রম **বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ** -এর জন্য নির্ধারণ করা হয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কারিগরী সহায়তায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় পুনঃ পুনঃ পরীক্ষান্তে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য **বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ** চুড়ান্ত করা হয়।

বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ প্রণয়নের সময় ইউনিয়ন পরিষদের মত প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই কাজে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এই কার্যসমূহ চিহ্নিত ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নিকট প্রেরণ করা হয়। চুড়ান্তকরণের পূর্বে **টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ'** মাঠ পর্যায় থেকে পাওয়া তথ্যসমুহ পুনঃপর্যালোচনা করেন এবং সর্বসম্মত ভাবে অনুমোদনের পূর্বে জেলা-উপজেলার বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে সুনামগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত বিশ্বম্ভবপুর উপজেলায় 'উপজেলা পুষ্টি প্যাকেজ' তৈরির সূচনা হয়- এই বিষয়ে উক্ত উপজেলাকে এই কাজের অগ্রদূত বলা সমীচিন।

পুষ্টি প্যাকেজে উল্লেখিত সূচক এবং কার্যক্রম নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখার বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা হয়েছেঃ

১। জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২৫ এ নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ৬৪টি সূচক/নির্দেশক এর মধ্য অগ্রাধিকারভিত্তিক এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য ২০টি সূচক/নির্দেশক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;

২। জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা;

৩। পুষ্টি সংশ্লিষ্ট 'ডিএলআই' (DLI) ১৩ এবং ১৪ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য 'ডিএলআই' সমূহ;

পুষ্টি প্যাকেজের উপাদান সমুহঃ

বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজে ০৭ টি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্ত বিভাগ সমূহের ১১৫ টি বহক্ষেত্রীয় পুষ্টি কার্যক্রম এবং ২০ টি নির্দেশক/সূচক (Indicator) অন্তর্ভুক্ত। ২০টি প্রাধিকার নির্দেশক এর মধ্যে স্বাপকম- ১১টি নির্দেশক/সুচক এবং ৭৩ টি কাজ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের ০২ টি নির্দেশক এবং ১০ টি কাজ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৩টি নির্দেশক এবং ১৮টি কাজ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২ টি নির্দেশক এবং ৭টি কাজ, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এর ০১টি নির্দেশক ০৩টি কাজ রয়েছে। যদিও দৃশ্যত মোট কর্মকান্ডের তালিকাটি দীর্ঘ, তবে একাধিক দফতর এর মধ্যে বেশ কয়েকটি একই রকম কার্যক্রম সম্পাদনা করে বিধায় কর্মকান্ডের সংখ্যা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। PER-N হতে প্রাপ্ত সূত্রে দেখা যায় মূলতঃ ০৭ টি মন্ত্রণালয় পুষ্টিখাতের সিংহভাগ ব্যয় করে থাকেন।

সকল সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য সূচক/ নির্দেশক (Indicator):

ক্রমিক নং	সূচক/ নির্দেশক	বাস্তবায়নকারী সেক্টর/ মন্ত্রনালয়/ বিভাগ/প্রতিষ্ঠান
১	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার কমানো।	সকল সেক্টর
২	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কৃশকায়তার হার কমানো।	সকল সেক্টর
৩	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে শৈশবকালীন স্থুলতার হার বাড়তে না দেয়া	সকল সেক্টর
৪	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদরে মধ্যে অতিরিক্ত ওজন বা স্থুলতার (বিএমআই ≥ ২৩) হার কমানো	সকল সেক্টর
৫	নবজাতক শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজন (<২৫০০ গ্রাম) এর হার কমানো	সকল সেক্টর

সেক্টর ভিত্তিক প্রযোজ্য কার্যক্রমসহ সূচক/ মানদন্ড (Indicator) সমুহঃ

ক্রমিক নং	সূচক/ নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়/ এলজিডি – UPHCSDP II		
১-২	১) জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করার হার বৃদ্ধি ২) ০ -৬ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ পান করার হার বৃদ্ধি	১) ANC, PNC এর সময় IYCF পরামর্শ এবং মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করা ও সহয়ায়তা প্রদান ২) শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সংক্রান্ত সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) এর প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা ৩) শিশুবান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ (Baby Friendly Hospital Initiative) এর বাস্তবায়ন করা ৪) স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ৫) পুনরায় মাতৃদুগ্ধ দান (রি -ল্যাকটেশন) এর জন্য ওকাতানি (Oketani) পদ্ধতি প্রদানে সহয়তা ৬) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প বাজারজাতকরণ (BMS) রহিতকরন কোড/আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করা ৭) বিশেষ দিবস ও সপ্তাহ (পুষ্টি সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ইত্যাদি) উদযাপন
৩	৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ন্যুনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের হার বৃদ্ধি	১) ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি সঠিক ও নিরাপদ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর প্রচারণা করা ২) ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি সঠিক ও নিরাপদ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর সময় পরিস্কার-পরিছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা ৩) পরিপূরক খাবার খাওয়ানো বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও প্রচারণা বৃদ্ধি করা ৪) মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ন্যুনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের বিষয়ে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) এর প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা ৫) বাড়ির আঙিনায় পুষ্টিসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল (শাকসবজি) উৎপাদনে উৎসাহিত করা
৪	নবজাতক শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজন (<২৫০০ গ্রাম) এর হার কমানো	১) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে সচেতনটা বৃদ্ধি করা ২) গর্ভকালীন অবস্থায় রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গ্রহণের সচেতনটা বৃদ্ধি করা ৩) গর্ভবতী মহিলাদের সম্পূরক অনুপুষ্টি (Micronutrient) সরবরাহ করা ৪) গর্ভকালীন ও দুগ্ধদানকালীন সময়ে পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা

		৫) একাধিক সন্তান জন্মদানের মধ্যবর্তী বিরতি সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান ৬) গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ওজন বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা ৭) দরিদ্র এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েদের সম্পূরক খাদ্য প্রদান সহয়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্ত করা
৫	১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কমানো	১) গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েদের মাঝে আইরন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ করা ২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে এবং পারিবারিক আঙিনায় আয়রণ সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহনে উৎসাহিত করা ৩) পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়রণ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা ৪) কৃমি ও অন্যান্য পরজীবীর সংক্রমণজনিত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা
৬-৮	৬) ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কমানো ৭) ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে কম উচ্চতার (< ১৪৫ সেমি) হার কমানো ৮) ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শীর্ণকায়তা (Total thinness) - এর হার কমানো	১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সুষম খাবার, আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর রন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধি ২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে এবং পারিবারিক আঙিনায় আয়রণ সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন এবং খাদ্য গ্রহনে উৎসাহিত করা ৩) ৬ মাস অন্তর অন্তর বিদ্যালয়গামী এবং বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুদের কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো ৪) সকল কিশোরীদেরকে সম্পূরক অনুপুষ্টি (Micronutrient) সরবরাহ করা ৫) বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচীর কভারেজ বাড়ানো এবং যথাযথ বাস্তবায়ন করা ৬) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পুষ্টি বাগান তৈরি কার্যক্রমের কভারেজ বাড়ানো এবং যথাযথ বাস্তবায়ন করা ৭) কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোরী ফোরাম/সহায়তা গোষ্ঠী (পুষ্টি ক্লাব, স্কাউট, গার্লস গাইড, স্বর্ণকিশোরী) প্রতিষ্ঠা এবং সদস্যদের জন্য পুষ্টি শিক্ষা প্রদান ৮) স্কুলে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা (প্রয়োজন নিরিখে) ৯) শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য অংশীদারকে কৈশোরকালীন-পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনটা বৃদ্ধি করা ১০) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে সচেতনটা বৃদ্ধি করা ১১) পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা ১২) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা
৯	হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলে এমন শিশু-পরিচর্যাকারীর শতকরা হার বৃদ্ধি	১) ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মা/শিশু-পরিচর্যাকারীর হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলা (মলমূত্র ত্যাগের পরে, শিশুর মলমূত্র পরিষ্কার করার পরে, রান্না/খাবার তৈরির আগে, খাবার পরিবেশনের আগে, খাওয়া/খাওয়ানোর আগে) ২) যথাযথভাবে হাত ধোয়ার ব্যাপ্তি এবং ধাপসমূহ সম্পর্কে মা/ শিশু-পরিচর্যাকারীকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ৩) স্বাস্থ্যকর্মী/সেবাদানকারী, শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য অংশীদারকে হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনটা বৃদ্ধি করা ৪) হাত ধোয়ার স্থান স্থাপন এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনটা বৃদ্ধি ৫) বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সচেতনতা মাস পালন

১০	মাথাপিছু লবণ এবং চিনি গ্রহণের হার পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রন করা	১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মাথাপিছু লবণ এবং চিনি গ্রহণের হার পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রন করা (গাইডলাইন অনুযায়ী) সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধি ২) খাদ্যে নিয়ন্ত্রিত/নির্দিষ্ট মাত্রায় লবণ এবং চিনি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদনকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা
১১	১৫-১৯ বছর বয়সী গর্ভধারণকারী কিশোরী/নারীর শতকরা হার	১) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে উপযুক্ত মেসেজ নির্ধারণসহ গণমাধ্যমে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনটা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা ২) ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরী/নারীরদের মধ্যে নবদম্পতি সনাক্ত করে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং দেরীতে গর্ভধারণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ৩) বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কিশোরীদের জিবন-দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ৪) শিশু এবং কিশোরীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি পুষ্টি শিক্ষা প্রদান করা ৫) অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে কিশোরী ফোরাম/সহায়তা গোষ্ঠী (পুষ্টি ক্লাব, স্কাউট, গার্লস গাইড, স্বর্ণকিশোরী, যুববান্ধব হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ৬) মেয়েদের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো ৭) মাদার সাপোর্ট গ্রুপের মাধ্যমে অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে পরামর্শ প্রদান
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি		
১২-১৩	১২) নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার ১৩) উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার	১) নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন এর চাহিদা ও ঘাটতি নিরূপণ করা ২) চাহিদা ও ঘাটতির বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন জোগান নিশ্চিত করা ৩) পুষ্টি ও ওয়াশ-এর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক এবং গুরুত্ব সম্পর্কে গণমাধ্যমে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনটা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা ৪)স্যকর্মী/সেবাদানকারী, শিক্ষক, ছাত্র ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য অংশীদারের মাঝে নিরাপদ খাবার পানি পান এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের গুরুত্ব বিষয়ক সচেতনটা বৃদ্ধি করা ৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ওয়াশ-ব্লক স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রচারনা করা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর/মন্ত্রালয়		
১৪	২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছরে প্রথম বিয়ে হয়েছে এরকম নারীর শতকরা হার	১) বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে উপযুক্ত মেসেজ নির্ধারণসহ (যেমনঃ মসজিদে খুতবা প্রদানের সময়) গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনটা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা ২) অল্প বয়সে/কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে কিশোরী ফোরাম/সহায়তা গোষ্ঠী (পুষ্টি ক্লাব, স্কাউট, গার্লস গাইড, স্বর্ণকিশোরী, যুববান্ধব হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ৩) মেয়েদের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো ৪) ঝুঁকিতে আছে এমন কিশোরীদের আয় বর্ধনমুলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া
খাদ্য, কৃষি, প্রানি সম্পদ এবং মৎস্য		
১৫	মাথাপিছু ফল ও শাকসবজি খাওয়ার হার	১) পারিবারিক পর্যায়ে / আঙ্গিনায় দেশীয় ও অন্যান্য জাতের ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা ২) পুষ্টি/আঙ্গিনা বাগান তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহয়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা ৩) বিশেষায়িত কৃষি প্রযুক্তি (হাইড্রোপনিক, ভাসমান বাগান ইত্যাদি) পরিচিতি, প্রচার ও প্রসার করা

		৪) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পুষ্টি বাগান তৈরি কার্যক্রম উৎসাহিত করা ৫) পুষ্টি সংবেদনশীল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরন সহ, উৎপাদন পরবর্তী খাদ্য অপচয় রোধে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা ৬) জেলা, উপজেলা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ৭) 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো
১৬	মাথাপিছু মাছ, মাংস, দুধ এবং ডিম খাওয়ার হার	১) বাড়ির পরিত্যক্ত স্থানে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রানি পালন উৎসাহিত করা ২) একুয়াকালচার এবং খোলা-পানিতে ছোট মাছ, যেমন মলা সহ, অন্যান্য মাছ চাষ উৎসাহিত করা ৩) বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমন্বিত চাষাবাদ উৎসাহিত করা ৪) পুষ্টি সংবেদনশীল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরন সহ, উৎপাদন পরবর্তী খাদ্য অপচয় রোধে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা ৫) জেলা, উপজেলা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ৬) 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো
১৭	শস্যজাত খাবার থেকে প্রাপ্ত মোট শক্তির শতকরা হার	১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সুষম খাবার গ্রহণের সাথে সাথে শস্যদানা জাতীয় খাদ্য খাওয়া কমানো এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, শাকসবজি ও ফলমূল) গ্রহণ সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা অধিদপ্তর/মন্ত্রনালয়		
১৮	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশুদের (৩৬-৫৯ মাস) শতকরা হার	১) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ২) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা ৩) শিশুর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে যত্নদান, খাওয়ানো পদ্ধতি প্রসার করা ৫) কমিউনিটি পর্যায়ে শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র এবং প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা
শিক্ষা অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়		
১৯	মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা শেষ করেছে এমন নারীর শতকরা হার	১) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনটা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা ২) দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার থেকে আসা বিদ্যালয়গামী শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তির আওতা বাড়ানো ৩) কিশোরীদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী		
২০	পুষ্টি-পত্যক্ষ ও পুষ্টি -পরোক্ষ লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এমন সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচীর সংখ্যা	১) পুষ্টি সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষে চলমান সামাজিক নিরপত্তা কৌশলপত্র হালনাগাদ করা ২) শহরে বসবাসকারী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক নিরপত্তা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ৩) সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচী এবং পুষ্টি-পত্যক্ষ ও পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সমন্বয় সাধন করা

বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণঃ

বহখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ এর সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকরী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা। জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্য সম্পাদন করবে। জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি নির্দিষ্ট সূচক/ নির্দেশক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ বরাবর প্রেরণ করবেন। তথ্য প্রেরণ সহজ করার জন্য একটি কার্যকর কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করা হবে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

উপসংহারঃ

বৈশ্বিক প্রামাণ্যনির্ভর সূত্রানুযায়ী বলা যায়, বহু-খাত, বহু-স্তর এবং বহু-অংশীজন এর সম্মিলিত প্রয়াস এবং পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন পুষ্টিখাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক। এই ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা গেলে পুষ্টিখাতের উন্নয়ন দ্রুততার সাথে করা যাবে। বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ এর অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক জেলা/উপজেলা বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি কর্তৃক এর যথাযথ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিস্তর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে ।